بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৯ মার্চ ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ মার্চ ২০১২-এর (৯ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করা, ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষানুসারে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নবীগণ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সকল নবীর মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহম্মদ (সা.) সবচেয়ে পূর্ণ বা সম্পূর্ণ শিক্ষা এনেছেন। যে শিক্ষা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন আর এত সুন্দরভাবে তা করেছেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি আরবের বেদুঈনদের মাঝে সেই বাণী প্রচার করেছেন, কৃতদাসদের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন, মক্কার নেতৃবৃন্দের কাছে নির্ভয়ে সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছেও এই মর্মে সত্যের বাণী পৌঁছিয়েছেন যে তারা যেন যথাযথভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে। তারপর হুযূর (সা.) এর সম্মানিত সাহাবীরাও এই মহান কাজের গন্ডিকে বিশ্বময় বিস্তৃত করেছেন। এর চৌদ্দশত বছর পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসাওে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুগত দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। যিনি এসে পুনরায় এই মহান কর্মকান্ডে নুতনভাবে গতি সঞ্চার করেছেন এবং পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন। পৃথিবীবাসীকে শিখিয়েছেন কীভাবে খোদার পথের সন্ধান করতে হয় আর কীভাবে খোদা পর্যন্ত পৌঁছা যায়। তিনি বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্ধানে থাকে, যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বাসনা থাকে তাহলে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম। তিনি ভিন ধর্মের লোকদেরও একই আমন্ত্রন জানিয়েছেন। তিনি (আ.) তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, **'আও লোগো কে এহীঁ নূরে খোদা পাও গে'** অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা আস, এখানেই ঐশী জ্যোতির সন্ধান পাবে। তিনি (আ.) তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, **'পৃথিবীর ধর্মগুলোকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জানা যাবে, ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মে কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে। আর এটি এজন্য নয় যে, ঐসব ধর্ম গোড়াতেই মিথ্যা ছিল'**। অর্থাৎ

আজকাল যেসব ধর্মের মাঝে ভুল ভ্রান্তি আছে তা এজন্য নয় যে, প্রথম থেকেই সত্য ছিল না। **'বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম প্রকাশিত হবার পর আল্লাহ্ তা'লা ঐ সকল ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। সেগুলো এমন বাগানের মত হয়ে গেছে যার দেখাশোনার জন্য কোন মালী নেই, যার সেচ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ধীরে-ধীরে তাতে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি দেখা দিয়েছে। ফলবাহী বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে কাঁটা ও আগাছা ইত্যাদি বিস্তার লাভ করেছে আর আধ্যাত্মিকতা যা ধর্মের মূল তা সম্পূর্ণ ভাবে অবলুপ্ত হতে থাকে, কেবল অন্তঃসার শূন্য বাক্যগুলো অবশিষ্ঠ রয়ে গেছে'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবারো সুস্পষ্ট করে বলেছেন, **'ইসলাম যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত তাই আল্লাহ্ এর সাথে এমন ব্যবহার করেন নি যারফলে এর শিক্ষা বিলুপ্ত হতে পারে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় প্রত্যেক শতাব্দীতে এ বাগানকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগত পাহারাদার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে থাকেন'**। তিনি (আ.) বলেছেন, **'এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি শেষ সহস্রাব্দের জন্য মুজাদ্দিদ হয়ে এসেছি'**।

অতএব ইসলাম নামক সুন্দর এই বাগানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই নিবেদিতপ্রাণ দাসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আজ প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যকীয় কর্তব্য। কারণ আল্লাহ্র সাথে ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ার এটিই একমাত্র উপায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বরং বহির্বিশ্বেও পৌঁছে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর হাতে বয়আতকারী পরিমন্ডলে এবং সাহাবীদের মাঝে জগদ্বাসীর কাছে এই বাণী পৌঁছে দেয়ার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দিকে আস, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। আর মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাথে সঠিক অর্থে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষও ছিলেন, কৃষিজীবিও ছিলেন, জমিদারও ছিলেন, অশিক্ষিত গ্রামবাসীও ছিলেন, চাকরীজীবি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিতরাও ছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে তাঁর (আ.) বাণীর মর্ম অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য থেকে কল্যাণ লাভ করেছেন, তাঁর পয়গাম এবং ইসলামের শিক্ষাকে বুঝেছেন এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজ নিজ গন্ডিতে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তারা অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে সঠিকভাবে বুঝেছেন এরপর তাঁরা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীদের অন্তভূর্ক্ত হয়েছেন। তাঁরা খাঁটি ইসলামের বাণীকে কেবল হিন্দুস্তানেই নয় বরং বাইরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তবলীগ বা প্রচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন সব লোকদের কিছু ঘটনা এখন আমি বর্ণনা করছি।

হযরত ইমাম দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী ফতেহ্ দ্বীন সাহেব আমাদের নামে একটি পত্র লিখেন যে, ধরমকোট নামক স্থানে মমিয়ানী ওয়ালার মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব মুবাহেসা বা বিতর্ক করতে এসেছেন। কাদিয়ান থেকে কোন মৌলভী সাহেবকে সাথে নিয়ে সত্ত্বর আসুন। আমরা মৌলভী আব্দুল্লাহ্ কাশ্মিরী সাহেবকে সাথে নিয়ে ধরমকোট পৌঁছাই। সেখানে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছে। মৌলভী সাহেব অনেক বড় জন সমাগম দেখে সর্দার বিষণ সিং এর নিকট ভাগোওয়ালে চলে গেছেন। আমাদের পুরো জামাতও ভাগোওয়ালে চলে যায়। *তবলীগের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তাই সেখানে চলে যান*। শেষ পর্যন্ত সর্দার বিষণ সিং-এর

সভাপতিত্বে মুবাহেসা (ধর্মীয় বির্তকের) আয়োজন করা হয় এবং ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু বিরোধী দল এ কথায় গোঁ ধরে বসে অর্থাৎ এ কথায় জিদ করতে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মির্যা সাহেবের নাম কুরআন শরীফ থেকে দেখিয়ে দিতে সম্মত না হবে আমি মুবাহেসা করব না। অধিকন্তু বলে, কুরআন শরীফে 'মির্যা গোলাম আহমদ পিতা মির্যা গোলাম মর্তুযা' লেখা দেখাতে হবে; তাহলেই আমি মেনে নিব অন্যথায় আমি বাহাস বা ধর্মীয় বিতর্ক করব না। মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব বললেন, কুরআন শরীফ থেকে দেখিয়ে দিব; কেবল এরপরই আলোচনা শুরু হয়। সেই মৌলভী জানতে চাইলে মৌলভী সাহেব (আহমদী মৌলভী) বলেন, প্রথমে আপনি পূর্ববর্তী নবীগণ সম্বন্ধে যেসব ভবিষদ্বাণী রয়েছে তাতে পিতার নামসহ তাঁদের নাম লিখা দেখিয়ে দিন তবে আমরাও দেখিয়ে দিব। পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে যদি এ রীতি প্রমাণিত না হয় তবে কেন আমাদের এমন প্রশ্ন করা হয়? বিরোধী পক্ষ এর সদুত্তর দিতে পারে নি। অবশেষে লজ্জিত হয়ে বসে পড়ে। সর্দার বিষণ সিং যার সভাপতিত্বে এ মুবাহেসা হয়েছিল তিনি বলেন, এ মৌলভী কিছুই জানে না, পরে পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু গালিও দেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ বিজয় দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমরা এ মুবাহেসার কথা উল্লেখ করলে তিনি (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব কেন বলেন নি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আমার নাম 'ইসমুহু আহমদ' বলেছেন।

হযরত পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই দাবীতে বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই এ যুগের মুজাদ্দিদ। এটি বয়আতের পূর্বের ঘটনা। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও চেনা-অচেনা লোকদের মাঝে জোরেসোরে প্রচার আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যার অনুলিপি তখন আল্ ফযল-এ প্রকাশিত হয়েছে (যখন তিনি লিখছিলেন সে যুগের কথা)। তিনি লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা তবলীগ বা প্রচার ছাড়াও আর্থিক কুরবানীও করতেন আর তাঁর মুরীদদেরও এতে অন্তর্ভূক্ত করতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ অংশ যথাসম্ভব চাঁদা দেয়ার চেষ্টা ও প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবেরও এটিই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ বই পুস্তক ও অন্যান্য লিটারেচার ছাড়াও এমটিএ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের প্রচার করাচ্ছেন। এক সময় প্রথমদিকে যখন এমটিএ'র সম্প্রচার আরম্ভ হয় তখন একটি-ই মাত্র স্যাটেলাইটে সম্প্রচার হতো তাও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দশটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমটিএ'এর অনুষ্ঠানাদি বিশ্বের সর্বত্র সম্প্রচারিত হচ্ছে। বরং যেখানে ভারতে বড় বড় ডিশের প্রয়োজন হতো বর্তমানে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চলছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অতি অচিরেই এমন একটি স্যাটেলাইট নেয়া হচ্ছে যেখানে ছোট ডিশের মাধ্যমে অর্থাৎ দেড় ফিট ডিশের মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা এমটিএ এর অনুষ্ঠানাদি দেখা যাবে।

যাহোক আমি পুনরায় রেওয়ায়েত বা ঘটনার বর্ণনায় ফিরে আসছি। হাকীম মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব ওরফে 'মরহমে ঈসা' সাহেবের পুত্র হযরত মাস্টার নাযির হোসেন সাহেব বলেন, আশৈশব আমার তবলীগের প্রতি একাগ্রতা ছিল। সেপ্টেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত আমার সম্মানিত পিতা লাহোরের ভাটি দরজার পাটরাঙ্গা পাড়ায় থাকতেন। সে যুগে একবার আব্বাজানের কাছে এক

আহমদী আবু সাঈদ আরবও আসেন। তিনি আমার ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও তবলীগের আগ্রহ দেখে আমাকে ওফাতে ঈসা(হযরত ঈসা মৃত্যু) এবং সাদাকাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে কয়েকটি সহজ দলীল-প্রমাণ শিখিয়ে দেন। আমি সেসব দলিল-প্রমাণ তখন বিভিন্ন মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে উপস্থাপন করতাম এবং বলতাম যে, এর উত্তর দিন। সে যুগে একবার ভাটি দরজার উঁচু মসজিদের ইমামের কাছে যাই এবং তার সামনেও উক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করি। তখন তিনি বলেন, আমি তখনই তোমার কথার উত্তর দিব যখন তুমি মির্যা সাহেবের সাথে উড়ন্ত ধুলা-বালির মাঝে হাটবে আর তার ঘরে ফিরে যাবার সময় দেখবে, অন্যান্য মানুষের ন্যায় তার চেহারায়ও ধুলা-বালি লেগেছে কি না? অর্থাৎ এ শর্ত আরোপ করেছে যে, তার সাথে যাও, বাইরে হাটো আর দেখ যখন ধুলা উড়ছে তখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা ধুলোমলিন হয় কি না? যদি তুমি স্বয়ং মির্যা সাহেব সম্পর্কে দেখে বলতে পার কেবল তাহলেই আমি এর উত্তর দিব। (অর্থাৎ এটি বলেনি যে, আমি মেনে নিব বরং বলেছে উত্তর দিব আর বলব যে প্রকৃত বিষয় কি।) যেহেতু ইতোপূর্বে আমার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কাদিয়ানে ভ্রমণে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তাই অতি সত্ত্বর পিতাজীর সাথে কাদিয়ান চলে আসি এবং হযরত সাহেবের সাথে প্রাতঃভ্রমণে বের হই। হুযূর ভ্রমণের সময় অতি দ্রুতবেগে হাটতেন আর আমি হুযূরের সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য অনেক সময় দৌড়াতাম। কাকতালীয় ব্যাপার হল, সেদিন কিছুটা বাতাস বইছিল এবং ধুলা-বালি উড়ে সবার উপর পড়ছিল। হুযূর যখন ভ্রমণ শেষে ফেরত আসলেন এবং তাঁর বাড়ির গোল কামরার সামনে বিদায় নেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, সবাই হুযূরের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল আর আমি চক্র ভেদ করে হুযূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সকল সদস্যের চেহারা এবং হুযূরের চেহারা মনোযোগ সহকারে এবং তুলনামূলক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে লাগলাম। তখন আমার আশ্চর্যের কোন সীমা থাকল না যখন আমি দেখি হুযূরের চেহারায় ধুলা-বালির লেশমাত্র নেই। আর অন্যান্য সবার চেহারায় অনেক বেশি ধুলোবালি লেগে রয়েছে। আমি সেদিন-ই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে এই ঘটনা খুলে বললাম। উত্তরে তিনি বললেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটা নিদর্শন স্বরূপ। লাহোরে ফেরত এসে উঁচু মসজিদের ইমামের কাছে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করলাম এবং সাথে সাথে ঐ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জানানোর বিষয়টিও তাকে অবহিত করলাম এবং তিনি যে বলেছেন, 'এটি মসীহ্র সত্যতার নিদর্শন' তাও জানালাম। তখন সেই মৌলভী তড়িঘড়ি বলে বসলো, 'আমি মানি না'। এই পুরো কাহিনী তোমাকে নূর উদ্দীন শিখিয়েছে। মোটকথা সে অভ্যাসের কারণে বঞ্চিত থাকল অথচ আমরা স্বচক্ষে উক্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি।

হযরত শের মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, একটি কুপ দুধে পরিপূর্ণ আর আমি কতিপয় বন্ধুকে কুপ থেকে বালতি ভরে দুধ পান করিয়েছি তাই সে কুপ শুকিয়ে গেছে। তখন আমি মৌলভী ফতেহ্ দ্বীন সাহেবের কাছে গেলাম এবং তাকে উক্ত স্বপ্ন শোনালাম। তিনি বললেন, তুমি মৌলভী আব্দুল করীম বা মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের কাছে যাও। তাই আমি কাদিয়ান চলে আসলাম এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে উক্ত স্বপ্ন শোনালাম। তিনি বললেন, দুধ দ্বারা জ্ঞান বোঝানো হয়। আমি তাকে বললাম, আমি কিন্তু একেবারেই নিরক্ষর। তিনি আমাকে বললেন, এর অর্থ হলো, খোদা প্রদত্ত জ্ঞান। আর বালতি ভরে পান করানোর অর্থ হলো, অনেকেই আপনার মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী গ্রহণে কল্যাণমন্ডিত হবে। আর কুপ শুকিয়ে

যাওয়ার অর্থ হলো, ঐসব লোক যারা তোমাকে তবলীগ করতে এবং হযরত আকদাসকে মাহদী বলতে বাধা দিতো, তারা একদিন তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করবে। এ তিনটি বিষয়-ই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। খাঁন ফাতাহ্-তে আমার এত বিরোধিতা সত্ত্বেও আমার তবলীগ এবং খোদা তা'লার সাহায্যে ও হুযূরের দোয়ায় গ্রামের পর গ্রাম আহমদী হয়ে গেছে।

হযরত কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার ভ্রমণকালে ভারতের বোম্বে, করাচী, দিল্লী, আগরা, শিমলা এবং কলিকাতা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বেলুচিস্তানে সিব্বি, কোয়েটা এবং মস্তুং দেখেছি। আফগানিস্তানে জালালাবাদ, কাবুল আর চোহারে কারনুমানি দেখেছি। পাঞ্জাবে মারী পর্বতমালা, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, অমৃতসর, রাওয়ালপিন্ডি, শিয়ালকোট, লাহোর আর উজিরাবাদ দেখেছি। পুরো সীমান্ত প্রদেশ ও সকল এজেন্সি দেখেছি। এরপর সোয়াত, জম্মু ও কাশ্মীর দেখেছি। রওযাহ্বলে আমি হযরত ইউয আসেফ, ইয়াসূ ইউসূফ (হযরত ঈসা)-এর কবর দেখেছি যা খাঁন ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত।

এই অধম যেদিন বয়আত করেছে সেদিন থেকে ইসলামিয়া স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আর পেশোয়ার শহরের সকল পাড়ার ছাত্রদের মাঝে কাদিয়ানী, কাদিয়ান এবং মির্যা কাদিয়ানীর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বয়আতের দিনই বয়আতের কথা এমনভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে যান। বলেন, ফুটবল মাঠে গেলেও সমস্ত শাহীবাগে এটিই আলোচনা হত। আর আহমদীয়াতের অনেক প্রচার হয় এবং লোকেরা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। প্রতিনিয়ত মোবাহেসা এবং প্রশ্নত্তোর এর আসর বসত। স্কুলে, শাহীবাগে এবং যেখানে সুযোগ হতো একথা ছড়াতে থাকে। আর আমার চাকরির দিনগুলোতে স্কুল এবং শহরের গন্ডি পেরিয়ে পেশোয়ারের প্রান্তে প্রান্তে এরপর সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। কেননা আমি সম্মানিত চীফ কমিশনারের সাথে সীমান্ত প্রদেশের সকল জেলায় সফরে যেতাম, সীমান্ত প্রদশের এজেন্সীতেও যাওয়া হতো। ইসলামীয়া কলেজ এবং মিশন কলেজে সীমান্ত প্রদেশের সকল জেলার ছেলেরা পড়ালেখা করত। তাদের বোর্ডিং এ গিয়ে দেখা করতাম এবং সেখানেও তবলীগ করতাম। আমার মাধ্যমে আহমদীয়াত গোটা সীমান্ত প্রদেশে পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমেও প্রচার হয় আর অনেক লোক আহমদীয়া জামাভূক্ত হয়। আমার মাধ্যমে যারা আহমদী হয়েছিলেন, অথবা তাদের মাধ্যমে যারা হয়েছেন তার সংখ্যা কমপক্ষে দু-আড়াইশ'র মতো হবে। যাদের মাঝে কয়েকজন মারা গেছেন আর অন্যরা বেঁচে আছেন। কিন্তু তিনি বলেন, দ্বিতীয় খিলাফতের সময় তাদের কতক লাহোরী দলে যোগ দেয় আবার অনেকেই আহমদী জামাতের সাথে আছে ।

মানা সাহেবের পুত্র হযরত দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে শুনেছি, আমাদের জামাতের অজ্ঞরাও অন্যদের উপর জয় লাভ করবে, আর তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। অর্থাৎ গয়ের আহমদীরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। যেভাবে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি অজ্ঞ এবং মুর্খ হওয়া সত্ত্বেও গয়ের আহমদী আলেমদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি এবং জয়যুক্ত হয়েছি। এমনকি তারা বলতো, তুমি অজ্ঞ এবং মুর্খ! তোমার এ দাবী মিথ্যা, অর্থাৎ মৌলবীরা পরবর্তীতে এটি মানতে অস্বীকার করে যে, তিনি শিক্ষিত নন।

মিয়াঁ কালে খাঁন সাহেবের পুত্র হযরত ডা: মোহাম্মদ বখ্শ সাহেব বলেন, আমি পত্র যোগে শিমলা জিলার চাতকের ছাউনীতে বয়আত করি। হুযুরের সাথে সাক্ষাত করি ১৯০২ সালে। সেই

সময় হুযুর দাড়ি মোবারকে মেহেদী লাগিয়ে কাপড় বেঁধেছিলেন এবং কোমরে চাদর বাধা ছিল। হুযুর মসজিদ মোবারকের নিকটবর্তী ঘরের উঠানে খাটে বসা ছিলেন। তখন হুযূর চার-পাঁচ জনের সাথে করমর্দন করলেন এবং প্রত্যেকের খবরাখবর নিলেন। আর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন। আমি বললাম কপুরথলার 'ক্ষীরাওয়ালী' গ্রাম থেকে এসেছি। বর্তমানে ছুটিতে আছি। আমি তোপখানায় চাকরী করছি। সেখানে আমি একমাত্র আহমদী আর সেনাবাহিনীতে তবলীগ করাও দুরূহ্ কাজ। আমার তবলীগ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু সেনা কর্মকর্তারা তবলীগ করতে দেয় না। হুযূর (আ.) বললেন, তুমি একা থাকবে না। অবিচলতার সাথে তবলীগ করে যাও, ঘাবরাবে না। এরপর হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একই সেনা ছাউনীতে অবস্থান করো? আমি বললাম, তিন বছর পর পর অন্যত্র বদলী হয়। তিনি (আ.) বললেন, যেখানেই যাও সেখানকার জামাতের সাথে যোগাযোগ রেখো।

হুযূর (আ.) তাকে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক আহমদী, সে যেখানেই যাক না কেন স্থানীয় জামাতের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রাখা উচিত।

কালে খাঁন সাহেবের পুত্র হযরত মামু খাঁন সাহেব বলেন, আমি ১৯০২ সালে একটি স্বপ্নে দেখি যে, চাঁদ আকাশ থেকে খসে আমার কোলে এসে পড়েছে। 'মাছিওয়াড়া' নিবাসী মরহুম সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেবকে আমি আমার এ স্বপ্ন শোনালাম, যিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি সম্মানিত হবে অথবা কোন বুযূর্গের হাতে বয়আত করবে। সে সময় আমার বয়স ছিল চব্বিশ বছর। আমি এবং সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব 'মাছিওয়াড়ার" স্কুলে চাকরী করতাম। তিনি আমাকে তবলীগ শুরু করেন। সে যুগে লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর খুব চর্চা ছিল। আমি শাহ্ সাহেবকে বললাম, লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সাব্যস্ত হলে আমি অবশ্যই বয়আত করবো, কাজেই এ ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হলো আমি তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করে নিলাম। সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব দ্বারা আমি বয়আতের চিঠি লিখালাম। বয়আতের চিঠি হুযূর (আ.)-এর সামনে উপস্থাপিত হলো। সে সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব জীবিত ছিলেন, তাঁর এই মর্মে লেখা {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে লেখা উত্তর} পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে যে আপনার বয়আত গৃহীত হয়েছে। হুযূর (আ.) আপনার জন্য দোয়া করেছেন। অর্থাৎ ১৯০৪ সালে পত্রযোগে বয়আত করি। ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে গিয়ে হুযূর (আ.)-এর হাতে সরাসরি বয়আত করি।

হযরত মিয়াঁ আব্দুর রশীদ সাহেব বলেন, লাহোরের এক অ-আহমদী ছেলে রেল বিভাগে চাকরী করত। সে আর্য ধ্যান-ধারণা পোষণ করা আরম্ভ করলো যে কারণে তার পিতা-মাতা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তারা তাকে বেগম শাহী মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ে গেলেন। সে মৌলভী সাহেবের সামনে আর্যদের কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপন করলে মৌলভী সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। কেননা মৌলভী সাহেবের কাছে এর কোন উত্তর ছিল না। মৌলভী রাগান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয়। সেই ছেলেটি নিজের পাগড়ী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মানুষ তার পিছু ধাওয়া করে। মানুষের এ অবস্থা দেখে আহমদ দ্বীন সাহেব নামের একজন আহমদী যিনি কাপড়ে রিপুর কাজ করতেন তিনিও লোকদের সাথে যোগ দেন এবং তার ঘর পর্যন্ত সাথে সাথে যান। প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের পর সে আমার কাছে আসে (মিয়াঁ আব্দুর রশীদ সাহেবের কাছে) এবং আমাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে এবং বলে, তার সাথে অবশ্যই

সাক্ষাত করা প্রয়োজন। তার ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস সংশোধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। একজন মুসলমান আর্য ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এ কারণে তাঁর হৃদয় ব্যথিত ছিল। এ ব্যথা শুধু আহমদীদের মধ্যেই ছিল। মৌলভী কেবলমাত্র মারার জন্যই ব্যগ্র ছিল। তিনি বলেন, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। প্রথমে সে কথা বলতে দ্বিধা করতো। পরিস্কার বলে দিত, আমি আর্য হয়ে গিয়েছি। এখন আপনার কথায় আমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। সে মাংস প্রভৃতি ত্যাগ করে আর্য রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলো। তাদের সভায় যেত, তাদের ইবাদতে অংশ নিত। যাহোক তিনি বলেন, বার বার তার কাছে যাবার ফলে আমার প্রতি সে কিছুটা আকৃষ্ট হয়। যখনই সে ভ্রমণে যেত আমিও তার সাথে যেতাম। কখনো কখনো আমি তার জন্য অপেক্ষা করতাম এই আশায় যে, যখনই সে ভ্রমণে বের হবে আমি তাকে সঙ্গ দেবো। কিছুদিন পর ইস্টারের বা নবান্ন উৎসবের ছুটির দিন এসে গেল। আমি তাকে বললাম, আমার সাথে কাদিয়ান চল। কিন্তু সে তাতে সম্মত হলো না। সে বলল, আমি মৌলভীদের কাছে যেতে ইচ্ছুক নই। এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেক বোঝালাম, কাদিয়ানে আপনার কোন কষ্ট হবে না এবং আপনার সাথে কোন অসদাচরণ করা হবে না। যত খুশি আপত্তি করতে পারেন, আমি সব দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। অনেক অনুরোধের পর অবশেষে সে সম্মত হলো।

আমরা কাদিয়ান গেলাম। সেখানে পৌঁছে হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহসূলভ আচরণ করলেন এবং সেই ছেলেকে বললেন, তুমি যা খুশি আপত্তি করতে পার তার উত্তর দেয়া হবে। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে নিবেদন করলাম, হুযুর! সে মাংস প্রভৃতি ছেড়ে দিয়েছে এবং হিন্দু রীতি-নীতি অবলম্বন করেছে। হযরত মৌলভী সাহেব তার জন্য নিজের ঘর থেকে মুগ ডাল এবং কয়েকটি রুটি অতিথিশালাল পাঠিয়ে দিলেন। তার খাবারের প্রতি লক্ষ্য রাখায় এতে সে খুব প্রভাবিত হল। আমি যখন সেদিন যোহরের নামাযের জন্য গেলাম, তাকে সাথে নিলাম। নামাযের পর হুযূর (আ.) মসজিদে মোবারকে উপবিষ্ট হলেন। ঐ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্যদের সম্পর্কে কিছু লিখছিলেন। এ প্রেক্ষিতে সেদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্যদের কতক আপত্তি উত্থাপন করে তার উত্তর দিলেন যা শুনে ঐ ছেলে খুব প্রভাবিত হল। এরপর তার অনেক আপত্তি আপনা-আপনি-ই দূর হয়ে গেল এবং ইসলামের প্রতি তার এক প্রকার আগ্রহ সৃষ্টি হল। নামাযের পর আমি তাকে হযরত মৌলভী সাহেবের কুরআনের দরসে নিয়ে যাই। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ও পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন। বলেন, আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম যা মসজিদে আকসায় হতো। তারপর আমরা দু'জন মৌলভী সাহেবের নিকট উপস্থিত হলাম এবং আমি নিবেদন করলাম, হুযূর তাকে কিছু বুঝান! মৌলভী সাহেব বললেন, তার যে আপত্তিগুলো আছে তা উত্থাপন করতে পারেন। সে মাংস ভক্ষণ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। মৌলভী সাহেব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাকে এর উত্তর প্রদান করেন যা তার মনঃপুত ছিল। মাগরিবের নামাযের পর পুনরায় আমরা মসজিদে মোবারকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হলাম। হুযূর (আ.) তাঁর আসনে বসে আলাপচারিতায় রত ছিলেন। সাধারণত লোকেরা আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে প্রশ্ন করতো। সে আলোচনা শুনতে থাকলো, এরপর আর কোন আপত্তি করেনি। দ্বিতীয় দিন যোহরের নামাযের সময় সে ওযু করে নামায পড়লো। সেদিনও সে মৌলভী সাহেবের দরস শুনলো আর তৃতীয় দিন সেই আর্য বন্ধু হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত করে ইসলামে দীক্ষিত হল।

আর তিনি বলেন, এখন ইসলামের প্রতি তার এমন ভালবাসা জন্মেছে যে, আর্যদের সভায় উপস্থিত হয়ে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এবং আর্যদের আপত্তির খন্ডন করে থাকে। একজন মুসলমানের ঈমানও নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়; এই ছিল তাদের আন্তরিকতার গভীরতা।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল আযীয সাহেব ওরফে মোঘল বর্ণনা করেন, নীলগম্বুজে মধ্য বয়সী এক পাঠান মৌলবী (তিনি পাঠান মৌলবীর অবস্থা বর্ণনা করছেন) বসবাস করত, তাকে আমি তবলীগ করলাম আর সে সমর্থন করল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য, (কিন্তু একই সাথে বলল) আপনি আমাকে অযথা তবলীগ করছেন। কেননা আমাদের বংশের রীতি হলো, আমরা যদি একবার কোন কিছু অস্বীকার করি তাহলে খোদা স্বয়ং এসে বললেও আমরা তা গ্রহণ করি না। তারপর ঐ মৌলবীর পরিণতি সম্পর্কে শুনেছি, সে আত্মহত্যা করেছে।

একইভাবে তার দ্বিতীয় ঘটনাটিও একজন মৌলবীরই ঘটনা আর কাকতালীয়ভাবে সেও পাঠানই ছিল, ঘটনাক্রমে সেও ব্যর্থ প্রেমে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। তিনি বলেন, লোহারী বাজারে তার দোকান ছিল। যখনই আমরা সে পথে যেতাম সে সর্বদা দেখে বলত কাফির যাচ্ছে। আমি একবার তাকে বললাম, তুমি একবার সত্য যাচাই করে দেখ, পরখ করে দেখ। গবেষণা না করে আমরা যখনই আমরা এপথে যাই আমাদের কাফির বল; সে বলল, খোদাও যদি এসে বলেন তবুও আমি মানব না। তারও একই উত্তর ছিল।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, আমি মিয়াঁ মূসা সাহেবকে তবলীগ করতে আরম্ভ করি। তাকে কাদিয়ানে পাঠানো হয় কিন্তু দুঃর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বয়আত না নিয়েই ফেরত আসেন। এরপর আমি তাকে মাঝে মাঝে বদর পত্রিকা পড়ে শুনাতাম। একদিন আমি তাকে একটি হাদীসের কথা বললাম, এক বেদুঈন নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনি খোদার রসূল, এই মর্মে আপনি কি খোদার নামে কসম করতে পারবেন? মহানবী (সা.) কসম খেয়ে বললেন, আমি খোদা তা'লার রসূল। তখন সেই বেদুঈন বয়আত গ্রহণ করে আর নিজ গোত্রের অন্যদেরকেও বয়আত নেয়ার জন্য উপস্থিত করে।

এই ঘটনা যখন আমি হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেবকে শুনাই তখন তা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে। তিনি তখনই একটি পোষ্টকার্ড লিখে (সেই যুগে পত্র লেখার জন্য পোষ্টকার্ড ব্যবহার করা হত) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পাঠান এই মর্মে যে, আপনি কি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারবেন যে, আপনি মসীহ্ মওউদ? এই পোষ্টকার্ড যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে পৌঁছল তখন হুযূর (আ.) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে আদেশ দিলেন, লিখে দিন, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি সেই মসীহ্ মওউদ যাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি নবী করীম (সা.) এই উম্মতকে দিয়েছেন। এই পোষ্টকার্ডে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব নিজের পক্ষ থেকেও দু-একটি বাক্য লিখে দেন। যার উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, আপনি খোদার মসীহ্কে কসম দিয়েছেন, এখন আপনি হয় ঈমান আনুন আর না হয় ঐশী কোপানলের অপেক্ষা করুন। উত্তরসহ সেই কার্ড যখন আসল তখন মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেব তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের বয়াতের আবেদন পত্র লিখে পাঠান। তিনি বলেন, এখন আমি আর একা নই বরং আমার সাথে খোদা তা'লা তাকেও জামাতভূক্ত করেছেন।

পুনরায় মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, লাহোরে করীম বখ্শ ওরফে বকরা (জানি না এটি কি নাম রেখেছে) নামে একজন উকিল ছিলো। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে

খুবই অশ্লীল ভাষায় গালী-গালাজ করত। একদিন তবলীগি তর্ক-বিতর্কে সে বললো কে বলে যে, মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছে? আমি উত্তরে বললাম, আমি প্রমাণ করছি মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। সে হঠাৎ করে আমার গালে শক্তভাবে এক চপেটাঘাত করে বসলো। এতে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং মাটিতে লুটিয়ে পরি। সেখান থেকে চলে আসার পর আমি পরবর্তী রাতে স্বপ্নে দেখি, করীম বখ্শ ওরফে বকরা একটি ভাঙ্গা খাটের উপর পড়ে আছে আর এর নিচে গর্ত এবং সেই গর্তে সে নিমজ্জিত হচ্ছে আর তার অবস্থা শোচনীয়। সকালে উঠে আমি তার কাছে যাই আর তাকে বলি, আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, তুমি লাঞ্ছিত হবে।

কিছু দিনের মধ্যেই তার এক কন্যার কারণে তাকে চরমভাবে অপমানিত হতে হয়, কেননা তার (মেয়ের) পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। গর্ভপাত ঘটানোর ফলশ্রুতিতে কন্যা মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ যখন এই বিষয়টি জানতে পারে তখন তদন্ত হয় আর এতে তার অনেক খরচও হয়। তিনি বলেন, এতে তার সম্মানও ভূলুণ্ঠিত হয়। লজ্জার কারণে সে ঘর থেকে বের হত না। এরপর একদিন আমি তাকে বললাম, তুমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালি দিতে; এটি তার পরিণাম এর উত্তরে সে কোনই জবাব দিল না। কিন্তু আজকালকার অবস্থা এমন যে, পাকিস্তানে কোন মৌলভীকে যদি ভালভাবেও আপনি কিছু বলেন তাহলে দ্রুত আইনের মারপ্যাচে ফেলে দেয়, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি। নিজেদের সম্মান এবং নামকে হযরত নবী করীম (সা.)-এর সম্মানের সাথে মিলিয়ে রসূলের সম্মানের নামে মামলা করে। এ হল তাদের বর্তমান অবস্থা ।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আমার বিয়ের পর আমি আমার শ্বাশুড়ীকে তবলীগ করি। তিনি এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি আহমদী ছিলেন না। তবলীগের ফলে বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু বয়আত করেন নি। একদিন তিনি তার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার আমার কাছে খুলে দিয়ে বলেন, এসব হযরত সাহেবের (আ.) সমীপে উপস্থাপন কর আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান আমাকে দেওয়া হবে কি না? তদনুসারে আমি এই অলঙ্কারাদি নিয়ে কাদিয়ান যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে উপস্থাপন করে বলি, এসব আমার শ্বাশুড়ী আম্মা দিয়েছেন আর তিনি বলেছেন কিয়ামত দিবসে তিনি এর প্রতিদান পেতে চান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গ্রহণ করে পবিত্র মুখে বলেন, ইনশাআল্লাহ্ এর প্রতিদান তিনি পেয়ে যাবেন।

দীর্ঘকাল পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আমি তার জানাযা পড়িনি, কেননা তিনি রীতিমত বয়আত করেন নি। যখন আমি ১৯০৬ সালের দিকে হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হই আর বলি, তিনি মারা গেছেন কিন্তু আমি তার জানাযা পড়িনি, হুযূর (আ.) বলেন, তার জানাযা পড়া উচিত ছিল কেননা তিনি তার কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি আহমদী। হয়ত পরিস্থিতির কারণে বা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বয়আত করেননি কিন্তু তার কর্ম এমন ছিল যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, তিনি আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার, খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বন্ধন রচনা, আর এ লক্ষ্যেই তিনি তার প্রিয় অলঙ্কারাদি ইসলামের প্রচারের জন্য দিয়ে দিয়েছেন যার প্রতি একজন নারীর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা থাকে। সে যুগে এ আকর্ষণ ছিল দুর্বার আর আজকেও রয়েছে। তার মাঝে কিয়ামতের ভয় ছিল, হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি একাগ্রতা ছিল। কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, যদি কেউ এটি বলে, আমি আহমদীদের মন্দ মনে করি না তাই তাকে

আহমদীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গণ্য করা হোক; এমন অর্থ করা ঠিক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে যেভাবে তিনি বলেছেন, তিনি নিজের সম্পত্তি, নিজের প্রিয় বস্তু ইসলাম প্রচারের জন্য, যে উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) এসেছিলেন, তার বাস্তবায়নের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র মনে মনে ঘৃণা না করা অথবা আহমদীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখাই যথেষ্ট নয়। কেননা একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, যদি সে খারাপ মনে না করে থাকে তাহলে প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করে দিক। প্রকাশ কেন করে না? যদি কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে বয়আত করা উচিত। শুধুমাত্র একথা বলে দেয়া যথেষ্ট নয়, আমি খারাপ মনে করি না। অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রা.) বলেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। হযরত আকদাস (আ.)-এর পুস্তকাদি পড়ি, একটি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর আমি তবলীগ করা আরম্ভ করে দেই। আর সে যুগে আমার তবলীগের রীতি ছিল, যেখানে চার-পাঁচ ব্যক্তিকে একসাথে বসা দেখতাম, গিয়েই আসসালামু আলাইকুম বলে বলতাম, তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। মানুষ আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করত ব্যাপার কি ? আমি বলতাম যে হযরত ইমাম মাহদী এসে গেছেন, এ কথায় কেউ হাসি-তামাসা করত আবার কেউ কেউ উপহাস করত। কেউ আবার বিস্তারিত জিজ্ঞেস করত। বস্তুতঃ কোন না কোন ভাবে কথা শুরু হয়ে যেত আর আমি তবলীগের সুযোগ বের করে নিতাম।

তবলীগের সুযোগ বের করার কথা বললাম এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, আজকাল এভাবে জামাত অনেক স্থানে লিফলেট বিতরণ করছে। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে, আর এর মাধ্যমে তবলীগের সুযোগ বের করা উচিত। শুধুমাত্র কাগজ দিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয় যে এটি জামাতে আহমদীয়ার শান্তির বাণী, এতেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং এই যোগাযোগ ও সম্পর্ককে যতটা সম্ভব দৃঢ় করা উচিত। একইভাবে আজকাল মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে, তিনটি মসজিদ ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একমাসে এখানে ইউকে'তে আরও তিনটি মসজিদের উদ্বোধন করা হবে, ইনশাল্লাহ্। এখন ইউকে জামাতেরও এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। আর এর মাধ্যমে তবলীগের নুতন পথ বের করা উচিত। যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আর স্থানীয় জামাতের উচিত নিজেদের চারপাশের লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। কেননা মসজিদ নির্মাণের কারণে যেখানে বিরোধিতা হয় সেখানে মনোযোগও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত যেসব মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে, প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল না তারাও এখন জামাত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। কাজেই আমাদেরকে এই সুযোগ লুফে নেয়া উচিত।

অতঃপর হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব যিনি আরায়ী বংশের ছিলেন এবং গুজরাতের খারিয়া জেলার গ্রাম সাদুল্লাহ্পুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আমার মাধ্যমে খোদা তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন।

অনুরূপভাবে তার বংশের সবাই বরং সাদুল্লাহ পুর গ্রামের মসজিদের ইমাম মৌলভী গাউস মোহাম্মদ সাহেব যিনি আহ্লে হাদীস ফির্কার অনুসারী ছিলেন তিনিও খোদা তা'লার কৃপায় আমার তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৌলভীদের মাঝেও সৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ আছেন, যারা ধর্মকে বুঝেন। বর্তমান কালেও এমন কোন কোন মানুষ রয়েছে। পাকিস্তান ও পৃথিবীর অন্যান্য

দেশ সমূহেও এ ধরনের মানুষ রয়েছে যারা ধর্মীয় ব্যাপারে কট্টর হওয়া সত্ত্বেও আর শোনা কথার ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন তারা প্রকৃত বিষয় জানতে পারেন তখন পড়েন, বুঝেন এবং বয়আতও করেন।

হযরত মিয়াঁ মোহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, আমাদের বংশে সর্বপ্রথম হাজী ফযলুদ্দীন সাহেব ১৮৯২ সালে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত গ্রহণ করেন। হাজী সাহেব আমার চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি আমার পিতা ও অন্য ভাইদেরকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তবলীগ করেন। আমার পিতা একরাতে স্বপ্নে দেখেন, কাদিয়ানের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণ করছে। অর্থাৎ সেটি ছিল পূর্ণ চন্দ্র। আমার পিতা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার পরিচায়ক এবং সেদিনই সকালে আমরা সবাই পত্র যোগে বয়আত করি। হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব আরো বলেন, (এটি পূর্বের ঘটনাই চলছে) বয়আতের পূর্বেও তিনি তবলীগ করতেন আর এখন বয়আতের পরে এত বেশী তবলীগ করেছেন যে, তার তবলীগে হাজার হাজার মানুষ বয়আত করে আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা ঐসব সাহাবীর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যাঁরা অসংখ্য মানুষকে যুগের ইমামের সংবাদ পৌঁছিয়েছেন এরপর তাঁরা সত্য প্রচারের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে তাঁদের বংশধররা তাঁদের পরিশ্রম, সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ফল খাচ্ছে। তাই পূর্বপুরুষদের জন্য দোয়া করুন যাদের বংশধরদের মাঝে সেসব সাহাবীর মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ছিলেন। আমাদের সবাইকে তাঁদের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে, তাঁদের জন্য দোয়া করা এবং জামাতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ়তর করা এবং আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ দান করুন।

আজও একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। আমাদের এক ভাইকে নওয়াবশাহ্তে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। জনাব ইদ্রিস আহমদ সাহেবের ছেলে জনাব মকসুদ আহমদ সাহেব যিনি পূর্বে কুরুন্ডিতে বসবাস করতেন। কিন্তু কিছুকাল থেকে রাবওয়ার পূর্ব দারুর রহমতে বসবাসরত ছিলেন। মকসুদ সাহেবের পৈত্রিক নিবাস হল, কাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী ভাটিয়ার গোদ । তাঁদের বংশে তাঁর পিতামহ মৌলভী আব্দুল হক নূর সাহেবের বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে। তিনি ১৯৩৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর দাদার কৃষির ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল এ কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে সিন্ধু অঞ্চলের জমি চাষাবাদের কাজে জামাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করেন। প্রথমদিকে নাসেরাবাদ, মাহমুদাবাদ ও অন্যান্য এস্টেটের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাঁর দাদা ১৯৪২ সালে জামাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর পুনরায় জমি ক্রয় করেন এবং খায়েরপুর স্থানান্তরিত হন। ১৯৬৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তাঁর দাদা জনাব আব্দুল হক নূর সাহেবকেও শহীদ করা হয়। সেই সময় মকসুদ সাহেবের বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি সেই শাহাদতের চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন। অতীতের শহীদদের স্মৃতিচারণের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে ১৯৯৯ সালে জুনের এক খুতবায় শহীদদের নাম উল্লেখের সময় তাঁর দাদার নামও উল্লেখ করেন। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি কুরুন্ডিতে বসবাস করেন। তারপর রাবওয়াহ্ স্থানান্তরিত হন। ১৫ বছর নয় বরং ২৬/২৭ বছর যাবত রাবওয়ায় বসবাস করছেন। রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হবার পর থেকে

রাজা নাসির সাহেবের কিউরেটিভ হোমীওপ্যাথিক কোম্পানীর কারখানায় কর্মরত ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে সিন্ধু অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সেখানে সেলসম্যান (বিক্রয় প্রতিনিধি) হিসেবে প্রত্যেক মাসে ঔষধ বিক্রি বা অর্ডার নেয়ার জন্য যেতেন। তিনি গতমাস অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে সিন্ধুতে সফরে ছিলেন। ২০১২ সালের ৭ মার্চ শাহাদতের দিন সকাল প্রায় ১১টার সময় নওয়াবশাহ্ পৌঁছেন। সেখানে নওয়াবশাহ্ শহরের প্রসিদ্ধ মোহনী বাজারে সাড়ে ৩টার সময় দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটরসাইকেল আরোহী গাড়ী দাঁড় করিয়ে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। পুলিশ লাশ হাসপাতালে নিয়ে যা এবং সেখানে ময়নাতদন্ত করে। আমরা জানি, নওয়াবশাহ্তে গত দশদিনে এটি দ্বিতীয় শাহাদতের ঘটনা। শহীদ একজন মুসী ছিলেন। শহীদের স্ত্রী বলেন, ২/৩ মাস পূর্বে তিনি বলেছেন যে, তাঁকে হুমকী দেয়া হচ্ছে। তিনি সেখানকার এক হিন্দু ডাক্তারের দোকানে ঔষধ সরবরাহের জন্য যেতেন। বিরোধীরা সেই হিন্দু ডাক্তারকেও এই বলে হুমকী দেয়, যদি এই মির্যায়ী তোমার দোকানে আসে তাহলে তোমাকে এবং সেই মির্যায়ীকে আমরা হত্যা করব। তাঁর স্ত্রী আরও বলেন, শহীদ অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত বাজামাত নামায ও নফলে অভ্যস্ত ছিলেন অনুরূপভাবে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। এ বছর স্ত্রীর চাদাও তিনি নিজেই পরিশোধ করেছেন। আর সফরে যাবার পূর্বে নিজের চাদাও সম্পূর্ণ পরিশোধ করে সফরে বের হয়েছেন। তবলীগ বা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের আগ্রহ নিজের দাদা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামহের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন। সফরেও জামাতের বই-পুস্তক সাথে রাখতেন, বিতরণ করতেন আর ফলপ্রসূ তবলীগ করতেন। নিশ্চিতরূপে এই তবলীগের কারণেই সেখানে শত্রুতা আরম্ভ হয়। জাগতিকতার উদ্দেশ্যে বের হলেও একজন আহমদী হিসেবেই বাজারে তার পরিচয় ছিল। এই পরিচিতির সুবাদে বই-পুস্তকও বিতরণ করতেন। তিনি অত্যন্ত মিশুক, স্নেহপ্রবণ পরিচ্ছন্ন স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন। সৃষ্টির সেবায় অগ্রগামী ছিলেন। অভাবীদের (রোগীদের) বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তদ্রুপ পবিত্র কুরআনের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল। তাঁর স্ত্রী আরো বলেন, একবার আমি মুকাররম মকসুদ আহমদ সাহেবকে বলেছিলাম, আমরাও কি শহীদদের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, কেন নয়? যদি আল্লাহ্ তা'লা বেছে নেন তাহলে আমরাও অন্তর্ভূক্ত হতে পারব। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে স্ত্রী আমাতুর রশীদ শওকত সাহেবা ছাড়াও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তাঁর ছেলেরা অবিবাহিত, এখানে ম্যানচেস্টারে থাকেন। মেয়েদের মধ্যে একজনের বিয়ে আমেরিকাতে হয়েছে। আর অন্যজন আমাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নত করুন আর তাঁর সকল উত্তরসূরীদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। শত্রুদের অচিরেই শাস্তির বিধান করুন। জুম'আর পর আরও একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম মিস্ত্রী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের স্ত্রী হাজেরা বেগম সাহেবা চার/পাঁচ মার্চের দিবাগত রাতে ঊনআশি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি আমরোহার জনাব মুন্সী আব্দুর রহীম ফানির কন্যা ছিলেন যিনি ১৯৫০ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে হিজরত করে কাদিয়ান স্থানান্তরিত হন। ১৯৫১ সালে মরহুমার বিয়ে হয়েছিল। তিনি বেশ কয়েকজন সন্তান-সন্ততির জননী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সাথে দরবেশের বেশে অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন কাটিয়েছেন। পাঁচজন ছেলে এবং পাঁচ মেয়েকে অতি উত্তমভাবে লালন পালন করেছেন। সন্তানদের সবাই বিবাহিত এবং তাদেরও সন্তানসন্ততি রয়েছে।

মরহুমা মূসী ছিলেন। কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরায় তিনি সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন আর তার উত্তরসূরীদের ধৈর্য প্রদর্শনের তৌফিক দিন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)